শিক্ষার সংকটের স্বরূপ ও উত্তরণে করণীয়

সজীব সরকার

৩ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩ জুলাই ২০১৯ ০০:০০

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মূলত আগ্রাসনের ইতিহাস, অস্তিত্ব সংকটের ইতিহাস। সহস্র বছর ধরে একের পর এক জাতি এ অঞ্চলে এসে রাজত্ব কায়েম করেছে, এখানকার মানুষদের শাসন ও শোষণ করেছে। আর শাসন-শোষণের সুবিধার্থে খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই আগ্রাসনকারীরা আমাদের এ অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থার ওপর নির্মম আঘাত হেনেছে; আমাদের চিন্তার জগৎ, আমাদের অভ্যাস, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের রাজনীতি, আমাদের প্রশাসন, আমাদের জীবনবোধ আর আমাদের সংস্কৃতিÑ এ সবকিছুতে প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে পরিবর্তন এনেছে। ফলে এগুলোর কোনোটিতেই আজ আর আমাদের স্বকীয় ও গ্রহণযোগ্য কোনো অর্জন নেই। এ কারণে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। আজ আমরা জানি না, আমাদের করণীয় কী কিংবা কিসে আমাদের উন্নতি হবে; একইভাবে আমরা ঠিক করতে পারিনি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেরই উত্তরাধিকার, তাই আমরা দেখি, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। ব্রিটিশরা এ অঞ্চলের মানুষদের ‘ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত’ করে তুলতে চেয়েছিল বটে, তবে তা নিতান্তই তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য; এর বাইরে জনকল্যাণের ন্যূনতম উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। ফলে তারা এমন একটি পাঠক্রম আমাদের জন্য ভেবেছে, যার দ্বারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু আদতে ব্রিটিশদের অনুগত একটি ‘কেরানি’ শ্রেণি তৈরি করা যাবে, যারা একাধারে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত হবে আবার ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞও থাকবে। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনে এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর ফলে ওই শিক্ষাব্যবস্থায় চিন্তাশীল মানুষ তৈরির কোনো উপকরণ বা উপায় রাখা হয়নি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা বিকাশের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ‘আনুগত্যের’ এই আদর্শ নিয়ে ব্রিটিশরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল, তা থেকে আমরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি। আমাদের অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ, আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার এবং নিজেদের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে আমাদের জন্য মানানসই একটি শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক করে নিতে হবে। ব্রিটিশদের আনুগত্যনির্ভর শিক্ষার আদর্শকে প্রথমত অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয়ত ত্যাগ করেই আমাদের নতুন করে এ নিয়ে ভাবতে হবে; আমাদের শিক্ষার আদর্শ কী হবে, তা

নির্ণয় করতে হবে। আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসেবে তৈরির যথেষ্ট উপায় থাকবে, চেষ্টা থাকবে। এ জন্য পাঠক্রমের মধ্যে তথ্য বা তত্ত্বের পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণে খেলাধুলা, চিত্রকলা, সংগীত ও বিনোদনের অন্যান্য উপকরণ সন্নিবেশিত হতে হবে। এর পাশাপাশি পাঠ্যসূচিতে জীবনঘনিষ্ঠ বৃত্তিগুলোর জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্ক কেবল তত্ত্বীয় বিষয়াবলির জন্য সমানভাবে প্রস্তুত নয় বা তার দরকারও নেই; পাঠ্যসূচিতে নানা ধরনের পেশার জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি হওয়ার মতো যথেষ্ট সুযোগ রাখতে হবে। কেউ শিক্ষক হবে, কেউ বৈমানিক হবে, কেউ খামারি হবে; তাতে দোষের কী? এ জন্য অবশ্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় পেশা বা বৃত্তি এবং আয়ের ওপর নির্ভর করে যে শ্রেণীকরণের মানসিকতা চালু রয়েছে, তার পরিবর্তন করা চাই। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর; এখানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি বহুলাংশেই উপেক্ষিত। পাঠ্যবইনির্ভর পড়াশোনাকে উৎসাহিত করার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মারফতে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষালাভ ঘটছে বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র বা স্বকীয় জীবনবোধের বিকাশ ঘটছে না। এ কারণে প্রতিবছর আমরা কিছু শিক্ষিত ‘চাকুরে’ তৈরি করতে পারছি, কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ তৈরি করতে পারছি না। কেবল ‘পরীক্ষার্থী’ তৈরির বদলে সত্যিকার অর্থে ‘বিদ্যার্থী’ তৈরির দিকে এখন আমাদের মনোযোগী ও আন্তরিক হওয়া খুব দরকার। প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্য ‘দাস’ জোগানোর কারখানার ভূমিকা পালন করছে, পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির পুণ্যতীর্থ হয়ে উঠতে পারছে না। বিষয়টি নিয়ে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে; কেবল ‘চাকুরে’ বা ‘করপোরেট দাস’ নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পূর্ণাঙ্গ, সচেতন ও সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মতো উপযুক্ত একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের কথা এখনই ভাবতে হবে। তা না হলে আমাদের সত্যিকার উন্নয়নের স্বপ্ন কেবল ‘স্বপ্নবিলাস’ই থেকে যাবে, বাস্তবায়িত হবে না। সজীব সরকার : সহকারী অধ্যাপক; জার্নালিজম, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ; স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ও গবেষক।